লোটের পাপের বন্দিত্ব

আদিপুস্তক ১৪.১-১২পদ

১৩ অধ্যায়ে আমরা অব্রাম ও লোটকে পৃথকীকৃত হতে দেখেছি। অব্রাম যখন তাদের পৃথকীকৃত হবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি সেই প্রয়োজনের কথা লোটকে জানিয়েছিলেন এবং দেশ পছন্দ করার অধিকার প্রথমে লোটকে দিয়েছিলেন। তখন লোট অব্রামকে পাহাড়ী এলাকায় ত্যাগ করে নিজে সমতলের শহর সদোম ও ঘমোরার দিক বেছে নেয়। এইভাবে, লোট জগতের প্রলোভনে আকর্ষিত হয়ে নিজের জন্য ও জীবনের কামনাতৃপ্তির জন্য জীবন শুরু করে। এইভাবে লোট এমন খ্রীস্ট বিশ্বাসীর উদাহরণ, যে যীশুকে বিশ্বাস করেও বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করার পরিবর্তে শিশু থেকে গেছে, ফলস্বরূপ বিশ্বাস-জীবনের আধ্যাত্মিক সুখ ও আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চি ত করে জগতের বস্তুবাদ *(Materialism)* ও ব্যবসাদারি মনোবৃত্তির *(Commercialism)* সঙ্গে আপোস করে চলেছে।

১৪ অধ্যায়ে, আমরা বাইবেলে উল্লেখিত প্রথম যুদ্ধে র কথা পাই। প্রথম ৩ পদে, সেই সময় পৃথিবীর বিক্রমশালী রাজাদের কথা বলা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন আবিষ্কারের দ্বারা এই সমস্ত রাজাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্য শুরু হবার অনেক আগে, এই সমস্ত রাজারা কনানের উপর তাদের সৈন্যবাহিনীকে মোতায়েন করেছিল, হয়ত মিশরের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথকে পরিষ্কার রাখার জন্য বা এই এলাকার যুদ্ধ প্রিয় মানুষদের বশে রাখবার জন্য।

৪ পদ অনুসারে, কদলায়োমর আক্রমণকারী রাজাদের নেতৃত্বে ছিলেন। ইনি এলমের রাজা ছিলেন, যে দেশ পারস্য দেশের পূর্ব দিককে নির্দেশ করে (বর্তমানের পশ্চি ম পাকিস্তানকে নির্দেশ করে)। ইনি শিনিয়রের রাজা অম্রাফল, ইল্লাসরের রাজা অরিয়োক ও গোয়িমের রাজা তিদিয়লকে সঙ্গে নিয়ে সমতলের বিভিন্ন শহরের ৫ জন রাজার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। সমতলের ৫ টি শহরের নাম সদোম, ঘমোরা, অদ্‌মা, সবোয়িম ও বিলা বা সোয়র।

৫-৭ পদে যে সমস্ত দেশ ও জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যে রফায়ীয় ও সুষীয়দের কথা বলা হয়েছে, তারা ৮-১০ ফিট লম্বা ছিল এবং খুব শক্তিশালী ছিল। ইস্রায়েলের পরবর্তী ইতিহাসে রাজা শৌলের সময় এদের মধ্য থেকেই গলিয়াৎ এসেছিল বলে ধরা হয়, যাকে দায়ূদ হত্যা করেছিল। কিন্তু আক্রমণকারী রাজাদের শক্তি তাদের থেকেও বেশি ছিল, যার ফলস্বরূপ এই সমস্ত দৈত্যকার বীররাও তাদের কাছে পরাজিত হয় (৬ পদ)।

৮-১২ পদে, আক্রমণকারী ৪ জন রাজা ও আক্রান্ত ৫ জন রাজার কথা (৮-৯) পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। দুই-পক্ষের সৈন্যরা সিদ্দিম তলভূমিতে মিলিত হয়। এই সিদ্দিম তলভূমির দ্বারা মরু সাগরের *(Dead Sea)* বিস্তীর্ণ পশ্চি ম পাড়কেই নির্দেশ করা হয়েছে। ১০ পদে বলা হয়েছে যে ঐ তলভূমিতে মেটিয়া তেলের অনেক খাত ছিল। এর অর্থ মরু সাগরের ঐ অঞ্চ লে অনেক খাত ছিল, যেগুলো প্রাকৃতিক পিচ *(Natural Asphalt)* দ্বারা পূর্ণ ছিল। বাতাস বইলে এই সমস্ত খাতগুলো বালি দিয়ে ঢাকা পড়ত, কিন্তু যদি কেউ না জেনে এর উপর দিয়ে যেত, সে চোরাবালির মত সেই পিচের মধ্যে ঢুকে যেত এবং মারা পড়ত। সমতলের ৫ জন রাজা স্থির করেছিল যে আক্রমণকারীদের ধংস করতে এই খাতকে ব্যবহার করবে। তাই তারা এই তলভূমিকে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এই খাত তাদেরই মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তারা পিছু হটতে হটতে অনেকে এতে পতিত হয় এবং বাকিরা পর্বতে পালায়। আক্রমণকারীরা সদোম ও ঘমোরার ধন-সম্পত্তির সঙ্গে মানুষদের বন্দি করে নিয়ে যায় (১১ পদ)।

১-১১ পদ পর্যন্ত পাঠ করে যে প্রশ্ন হয়ত আমাদের প্রত্যেককে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে, তা হল, এই সমস্ত রাজা ও যুদ্ধে র উল্লেখ করার কী প্রয়োজন ছিল? এর উত্তর আমরা ১২ পদে পাই, যেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, "*বিশেষত, তারা অব্রামের ভাইপো লোটকে ও তার সম্পত্তি নিয়ে গেল, কারণ তিনি সদোমে বাস*

করছিলেন।" বাইবেল আমাদের কাছে কেবল মানুষের ইতিহাস অবগত করার সাধারণ ইতিহাস পুস্তক নয়। কিন্তু এই পুস্তকে আমরা ইতিহাসের অনেক ঘটনার কথা পাই। কারণ, ইতিহাসের ঐ সমস্ত ঘটনা ঈশ্বরের প্রজাদের সঙ্গে জড়িত। ১-১১ পদে যে ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে, তার একমাত্র কারণ হল এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে সদোমে বসবাসকারী লোট জড়িত ছিল, লোট এই ঘটনার ফলস্বরূপ বন্দিত্ব ভোগ করেছিল। তাই বলা যেতে পারে, লোট যদি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত না থাকত, তাহলে, হয়ত বাইবেলে এই ঘটনার কোন উল্লেখই থাকত না।

তাই, আজ আমরা লোটের এই বন্দিত্বকে একটু গভীরভাবে চিন্তা করব। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে লোটের য সমস্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, আমরা সেই বর্ণনা থেকে নিজেদের মিলিয়ে দেখব।

১। লোট ধার্মিক ব্যক্তি ছিল — ২ পিতর ২.৭-৮ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, "*সেই ধার্মিক লোটকে উদ্ধার করলেন, যিনি ধর্মহীনদের স্বৈরাচারে ক্লিষ্ট হতেন। কারণ সেই ধার্মিক ব্যক্তি তাদের মধ্যে বাস করতে করতে , দেখে শুনে তাদের অধর্মকাজের জন্য দিন দিন নিজের ধর্মশীল প্রাণকে যাতনা দিতেন।*" এই দুই পদে লোটের সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, তা গত সপ্তাহে লোটের আচরণ সম্বন্ধে আমরা আদিপুস্তক ১৩ অধ্যায়ে যে বর্ণনা পেয়েছি, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, সে জগত ও তার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য দেশ বেছে নিয়েছিল। বাইবেলে লোটের সম্বন্ধে যদি কেবল আদিপুস্তকেই উল্লেখ থাকত, তাহলে, তার বিষয় বিশেষ কোন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ২ পিতর ২ অধ্যায়ে লোটকে "ধার্মিক" আখ্যা দেওয়ায়, লোটের জীবন থেকে কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, এর থেকে পরিষ্কার যে, আমরা ঈশ্বরের সামনে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের দ্বারাই কেবল ধার্মিক গণিত হই, অন্য কোন কিছুর (সৎকাজ, ধর্মপালন বা জ্ঞান) দ্বারা নয়। ঈশ্বর তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের উপহার হিসাবে ধার্মিকতা দান করেন। বাইবেল বলে, "***ধার্মিক কেহ নাই, একজনও নাই***" (রোমীয় ৩.১০)। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের বিশ্বাসের প্রতি উপহার হিসাবে ঈশ্বর আমাদের ধার্মিক বলেন (ইফিষীয় ২.৮-৯)। তাই, আমরা আমাদের সৎকাজের দ্বারা এই ধার্মিকতা যেমন অর্জন করতে পারি না; তেমনই আমাদের কোন কাজ বা আচরণের দ্বারা এই ধার্মিকতা ধরে রাখতে পারি না। আমরা আমাদের সৎকাজের দ্বারা যা পাই না, তা যখন আমরা আমাদের অযোগ্যতা ঈশ্বরের সামনে স্বীকার করে, তা পাবার জন্য কেবল তাঁর উপর আস্থা স্থাপন (বিশ্বাস) করি, তখন তিনি তা বিনামূল্যে উপহার হিসাবে দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, এর থেকে পরিষ্কার যে, ঈশ্বর যখন কাউকে ধার্মিক আখ্যা দেন, তখন সে চিরকাল ঈশ্বরের সামনে সেই অধিকার ভোগ করে। লোট যদিও বিপথে পরিচালিত হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর তাকে ধার্মিক বলতে দ্বিধা করেননি। (আমার মেয়েরা কাদায় গড়াগড়ি খেলেও, আমি তাদের আমার মেয়ে বলে স্বীকার করব।)

২। বিশ্বাসে লোট শিশু ছিল – ১ করিন্থিয় ৩.১-৩ পদে পৌল বিশ্বাসে বৃদ্ধি পায়নি, এমন আধ্যাত্মিক শিশুদের বর্ণনা করেছেন, "*. . . খ্রীস্ট যীশু সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ . . . আমি তোমাদের দুধ পান করিয়েছিলাম . . . এখনও তোমাদের শক্তি হয়নি . . . তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ আছে . . .।*" এখানে পৌল করিন্থিয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যারা যীশুকে তাদের ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ও প্রভু হিসাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কখনও সেই বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাননি। এরা কখনও ঈশ্বর-দত্ত অনন্ত জীবনের আনন্দ বা সুখ ভোগ করতে পারে না। এরা বিশ্বাসে চিরকাল শিশুই থেকে যায়। লোট ঈশ্বর বিশ্বাসে অব্রামের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও, সেই বিশ্বাসে চিরকাল শিশুই থেকে গেছে, যার ফলস্বরূপ জগতের অভিলাষসকল পূর্ণ করতেই সে তার জীবন ব্যয় করেছে। আপনিও কি লোটের মত বিশ্বাসী বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ? আপনি এই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে পেতে পারেন? নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখুন --- আমার এই জীবন কীসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা না জগতের বিষয়সমূহের দ্বারা? গালাতীয় ৫.১৯-২১ পদে বলা হয়েছে, "***পাপ-স্বভাবে কাজগুলো হল, ব্যভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, প্রতীমা-পূজা, যাদু-বিদ্যা,***

শত্রুতা, ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিল, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, হৈ-হল্লা করে মদ খাওয়া, প্রভৃতি, যারা এই রকম কাজ করে, ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের জায়গা হবে না” (প্রেমের বাণী)। আপনি হয়ত ধারাবাহিকভাবে এমন জীবন-যাপন করেননি, কিন্তু কোন কোন সময় হয়ত আপনার মধ্যে এই বিষয়গুলি প্রকাশ পেয়েছে। আবার গালাতীয় ৫.২২-২৬ পদে, আরও একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির জীবনকে বর্ণনা করা হয়েছে, *“ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, নিজেকে দমন*, ইত্যাদি। আমরা হয়ত কেউই এই দ্বিতীয় তালিকার প্রত্যেকটি গুণের অধিকারী নই। কিন্তু আমরা যত বেশি এই তালিকার গুণাবলির সঙ্গে পরিচিত হব, আমরা তত বেশি বিশ্বাসে পরিপক্ক হব। লোট যদিও সদোমের পাপে সরাসরি অধশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তার বস্তুবাদী চিন্তা ও ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি তাকে সদোমে বাস করতে বাধ্য করেছিল।

আমাদের মণ্ডলীতে যে ৯ জন বয়স্ক ব্যক্তি গত বড়দিনে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে, তাদের বিশ্বাসে শিশু হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। বিশ্বাসে অভিভাবক বা পিতা-মাতা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব তারা যেন বিশ্বাসে যথার্থ বৃদ্ধি লাভ করে, এবং তার জন্য আমরা যেন তাদের উপযুক্ত আত্মিক খাদ্য ও পরিবেশ দিতে পারি।

৩। লোট নিজের প্রাণকে যাতনা দানকারী ছিলেন- পিতর লোটের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তাকে সদোমের ধর্মহীনদের *স্বৈরাচারকে ক্লিষ্ট* ও তাদের *অধার্মিকতার দ্বারা দিন প্রতিদিন যাতনাগ্রস্ত* ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন আমরা যীশুকে বিশ্বাস করি, তখন পবিত্রআত্মা আমাদের জীবনে আসেন ও আমাদের মধ্যে বাস করেন। তাই আমাদের বলা হয়েছে‘*পবিত্র আত্মার মন্দির”*। কিন্তু পবিত্র আত্মা পাপের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করতে পারেন না। তাই, আমরা যখন পাপকে আমাদের জীবনে প্রশ্রয় দিই, তখন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পৌল একে আধ্যাত্মিক-যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। পবিত্র আত্মা আমাদের ত্যাগ করতে পারেন না। তিনি চিরকালের জন্য আমাদের জীবনে থাকেন। আমাদের রক্তে শ্বেত-কণিকারা যেমন রোগ-জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে; পবিত্র আত্মাও ঠিক তেমনই পাপের সঙ্গে লড়াই করেন। পবিত্র আত্মাই আমাদের সৎসংবেদ বা বিবেকের দংশন বা আত্মোপলব্ধি দিয়ে থাকেন। লোটও এই একই অনুভুতি লাভ করেছিল।

কিন্তু লোট কেন সদোম ত্যাগ করেনি? লোট যদিও সেই অনুভুতি লাভ করেছিল, কিন্তু সেই সমস্যার প্রকৃত কারণ হয়ত উপলব্ধি করতে পারেনি। লোট যে জগতের বস্তুবাদ বা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে, তা উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই সদোম ত্যাগ করার সাহস দেখাতে সে ব্যর্থ হয়েছিল। পবিত্র আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনের সুখ-শান্তি-আনন্দ কী তা লোট জানত না। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক গণিত হওয়া সত্ত্বেও এইভাবে আধ্যাত্মিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া খুবই দুঃখের বিষয়।

আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিস্থিতি কী? আপনি কি যীশুকে আপনার একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছেন? সেই বিশ্বাসে পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে জীবন যাপন করে চলেছেন? না-কি যীশুকে বিশ্বাস করেন বলে নিজেকে ভুলাচ্ছেন? পাপের বশেই জীবন-যাপন করে চলেছেন? এখনই সময় আছে বিশ্বাসে তাঁর কাছে ফিরে আসার।